রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ৩১, ২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৭ মাঘ, ১৪২৯/৩১ জানুয়ারি, ২০২৩

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৭ মাঘ, ১৪২৯ মোতাবেক ৩১ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২৩ সনের ০৬ নং আইন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৩ সনের ১৩ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন**।—বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৩৪ এর—

মূল্য : টাকা ৪.০০

(ক) উপধারা (৩) এর প্রান্তস্থিত ‘‘।’’ চিহ্নের পরিবর্তে ‘‘:’’ চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

“তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন কর্তৃক প্রবিধান প্রণয়ন না করা পর্যন্ত, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ট্যারিফ নির্ধারণ, পুনঃনির্ধারণ বা সমন্বয় করিতে পারিবে।”;

(খ) উপধারা (৬) এ উল্লিখিত “৯০ (নব্বই) দিনের” সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে “৬০ (ষাট) দিনের” সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০০৩ সনের ১৩ নং আইনে নূতন ধারা ৩৪ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“৩৪ক। **ট্যারিফ নির্ধারণ, পুনঃনির্ধারণ বা সমন্বয়ে সরকারের ক্ষমতা**।—এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ভর্তুকি সমন্বয়ের লক্ষ্যে, জনস্বার্থে, কৃষি, শিল্প, সার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গৃহস্থালী কাজের চাহিদা অনুযায়ী এনার্জির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে উহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সঞ্চালন, পরিবহণ ও বিপণনের নিমিত্ত দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধার্থে বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, মজুদকরণ, বিপণন, সরবরাহ, বিতরণ এবং ভোক্তা পর্যায়ে ট্যারিফ নির্ধারণ, পুনঃনির্ধারণ বা সমন্বয় করিতে পারিবে।”

৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২২ (২০২২ সনের ১নং অধ্যাদেশ) এতদ্দারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর অধীন কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd